দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

৩১

005

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন

নতুন কোন বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়কে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি প্রদান করবে না। এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ঢালাওভাবে কোন বিদ্যায়তন আর সরকারীকরণ করা হবে না। এ সিদ্ধান্ত স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উদ্ভূত পরিস্থিতির পটভূমিতেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা শিক্ষা বিস্তারের পরিবর্তে ব্যক্তির নাম প্রচারের জন্য মুখ্যত করা হয়েছে। পরিণতিতে পরবর্তীকালে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় একের পর এক কলেজ সরকারীকরণ নিয়ে। বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণের ফলে দু ধরনের শিক্ষক কর্মচারী তাদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা ও আত্মীকরণ নিয়ে নানা ঝামেলা সৃষ্টি হয় সে ঝামেলা আজও আছে। এবং তার সমাধানও প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে বলে মনে করার কারণ ঘটেছে। সম্প্রতি দৈনিক বাংলায় কুমিল্লা বোর্ডের একটি খবর আছে এ সম্পর্কে। খবরে বলা হয়েছে, এ বোর্ডের ১৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এর মধ্যে আছে ১২১টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৪২টি মহাবিদ্যালয়। এদের মধ্যে ১৭টি মহাবিদ্যালয় ও ৫০টি উচ্চ বিদ্যালয়কে ছাত্র ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে অনেক আগে। এ বিদ্যায়তনে নিয়মিত ক্লাস চলছে। নতুন অনুমোদন নিষিদ্ধ হওয়ায় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বিপদে পড়েছে।

পত্রিকান্তরে খবর আছে জামালপুরের হাজরাবাড়ী মহাবিদ্যালয়ের। এই মহাবিদ্যালয়টি ১৯৭৬ সালে স্থাপিত হয়। এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৭৮ সালে ভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পায়। ১৯৮৫ সাল থেকে নিজ কলেজের নামে পরীক্ষা দিতে থাকে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অন্তত এই নির্দেশের পূর্বে স্থাপিত [illegible] চলে- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।